মুসলিমাহ্

আদর্শ নারীর রূপরেখা

মুসলিমাহ

মাস্তরাত টিম

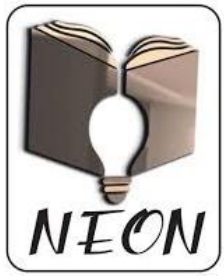

নিয়ন পাবলিকেশন

সম্পাদকের কথা

উম্মাহর অধিকাংশ নারীরা যখন নিজেদের পণ্যকরণে ব্যতিব্যস্ত, তখ দ্বীনি বোন এমন নারীদের হিতাহিতজ্ঞান ফিরিয়ে আনা ও নিজেদের [illegible] বিবেক সত্তাকে জাগিয়ে তোলার প্রত্যয়ে কলম হাতে নেমেছে।

এবং একে একে লিখেছে পাঠকপ্রিয় বই ‘বিজয়িনী’ ও ‘উইমেন্স গাইড’। তারই ধারাবাহিকতায় এবার এসেছে ‘মুসলিমাহ্’।

বইটিতে একজন আদর্শ নারীর রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত, নারী হিসেবে কী কী বিষয় অর্জনের ও বর্জনের তা গল্পে গল্পে ঢেলে সাজিয়েছেন।

আমাদের নারীরা ফিতনার ‘দ্বার’ না হোক। কর্পোরেট দুনিয়ার ‘পণ্য’ না হোক।

প্রত্যেকেই একেকজন আয়িশা, খাদিজা, ফাতিমা, খানসা কিংবা সুমাইয়া হোক! রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহা।

রব যেন মাস্তুরাত টিমের লেখিকাদের কাঁচা হাতের এই অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টাটুকু প্রতিটি নারীর হৃদয়ে প্রথিত করে দেন। আমীন।

গ্রন্থটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও আমাদের পক্ষ হতে। আর যা কিছু শুদ্ধ, তা আমার ও আমাদের রবের পক্ষ হতে।

প্রিয় পাঠক! ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টাগুলো কবুলিয়াতের জন্য সার্বিক পরামর্শ, সহযোগিতা ও দোয়া চাই...

সম্পাদক
জাফর বিপি
লেখক, সম্পাদক ও উদ্যোক্তা

সূচীপত্র

সুবোধ / ১০
- ফাতিমা আফরিন

প্রণয়ের অসুখ / ২৫
- মাহিরা ইশক তাসনীম

মোহমায়া / ৪২
- সাদিয়া আফরিন

লা তাগদাব / ৫১
- আফসানা মিমি

যাত্রাপথের প্রাপ্তি / ৬০
- জুমানা মুশতারী

একটি দুঃস্বপ্ন, অতঃপর..... / ৬৮
- সিরাজাম বিনতে কামাল

নীলরুপী কালো / ৭৮
- সালমা আক্তার মিতু

মহামত্যের বিষ / ৯৬
- সাওদা সিদ্দিকা নূর

মুঠোয় বন্দী স্বপ্ন / ৯২
- উম্মে আইমান

কুসংস্কার/ ১০০
- নাদিয়া নূর

স্টেশন / ১০৭
- হালিমা সাদিয়া

এই ঘর এই সংসার / ১১৬
- সিদরাতুল মুনতাহা

আত্ম ক্লিস্ট... / ১২৪
- সাজেদা আল হোসাইনী

বাড়তি খরচ/ ১৩৪
- উম্মে হাবিবা

আয়িশারা আজও বেঁচে আছে / ১৪১
- নওশীন তাবাসসুম

অত্যাজ্য আত্মীয়তা/১৪৯
- আফীফা বিনতে আমীন

এক.

মিহি সুরে আজানের সুর ভেসে আসছে। আজানের সুমধুর সুর মুসকানের কর্ণকুহরে মৃদু পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। ফজরের আজান। চারিদিক অন্ধারাচ্ছন্ন। সূর্য উঠতে এখনো অনেকসময় বাকি।

মুসকান উঠে বসে তার বিছিনায়। দু'হাত দিয়ে মুখে আলতো পরশ বুলিয়ে মাইমুনার মাথায় হাত রেখে বলে, 'আপু আজান হয়েছে। সালাত আদায় করতে হবে।'

মাইমুনা স্বপ্নের ডানায় ভরকরে উড়ছে। খানিক বাদে বাদে তার চোখের পাপড়ি কেঁপেকেঁপে উঠছে। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এখনো।

নিভুনিভু অস্পষ্ট আলোয় দাঁড়িয়ে আছে মুসকান। সালেহা বেগম মেয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সালাত আদায় করেছো?'

'জি আম্মি।'

'মাইমুনা এখনো ওঠেনি?'

'অনেকবার ডেকেছি, আড়ামোড়া দিয়ে আবার ঘুমিয়ে গেছে।'

সালেহা বেগম রেগে গেলেন। মাইমুনার মাথা দুলিয়ে বললেন, 'নবাবজাদীর এখনো ওঠার সময় হয়নি? সালাতের টাইম বেশি বাকি নেই। উঠে পড়ো, নয়তো পানি ঢেলে দেব বিছানায়।'

মাইমুনা ধড়িফড়িয়ে উঠে বসেছে। চোখ ডলতে ডলতে বলল, 'মুসকান, তুই আমাকে ডাকলি না কেনো?'

'তোমাকে অনেক ডেকেছি। তুই বরং উঠিসনি। এখন আমার দোষ তাই না?'

সালেহা বেগম রূঢ় গলায় বললেন, 'এখন ঝগড়া করার সময় না। তাড়াতাড়ি ফ্রেস হয়ে সালাত আদায় করো।'

মুসকান 'কুরআন শরীফ' বুকে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। আনমনে 'তাসবিহ' পাঠ করছে। অদ্ভুত এক আমেজ খেলে যাচ্ছে তার মন-মনন জুড়ে।

মাইমুনা, মুসকান জমজ বোন। ২০ মিনিটের ছোট-বড় তারা। টম এন্ড জেরির মতো সারাক্ষণ ঝগড়া লেগে থাকে। দু'বোন পুরো বাড়ি মাতিয়ে রাখে।

মুসকান কর্মঠ ও চতুর। ফজরের পরে সে কখনো ঘুমায় না। প্রতিদিন ঘণ্টাখানিক 'কালামুল্লাহ' পাঠ করে। এটা তার নিত্যদিনের অভ্যাস।

মুসকান কফির মগ হাতে নিয়ে ফুল বাগানের দোল চেয়ারে গিয়ে বসে। সাথে একটি বই। বইটির নাম; 'তুরস্কে তুর্কীস্থানের সন্ধানে।'

আবু তাহের মিসবাহ সাহেবের লেখা সম্পর্কে নতুনকরে বলার কিছু নেই। আর তা যদি হয় প্রিয় ইস্তাম্বুলের গৌরবময় সোনালী দিনকে ঘিরে লেখা, তাহলে তো কথাই নেই। মুসকান ইস্তাম্বুলের প্রেমে পড়েছে বহু আগে। বইটি পড়ে আরো একবার প্রিয় শহরের প্রেমে পড়তে চায় সে।

কফির মগে চুমুক দিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকে। চুমুকের তপ্ত ধোঁয়া হাওয়ায় উড়িয়ে ভাবনার জগতে বিচরণ করছে। সে বই পড়তে পারছে না। কল্পনার ক্যানভাসে ইস্তাম্বুলের ছবি আঁকছে। ইস্তাম্বুর মাটি, সবুজ ঘাস, রাস্তার পাশে সারিবাঁধা ফুলের মনহর দৃশ্যগুলো কল্পোচোখে দেখছে সে। আনমনে আওড়ে যাচ্ছে, 'ইশ! এই মুহূর্তে যদি ইস্তাম্বুলের মাটির ঘ্রাণ নিতে পারতাম!

সালেহা বেগমের ডাকে মুসকান তন্ময় ফিরে পায়। তার চোখে এখনো মিষ্টি আবহ লেগে আছে। কল্পনার ঘোর এখনো কাটেনি। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আম্মি! দেখো, ইস্তাম্বুলের সবুজ ঘাস, সারিবাঁধা ফুলগাছগুলো কত মনহর!

'এখানে ইস্তাম্বুল কোথাথেকে এলো? আমার বাড়ির ফুলবাগানকে ইস্তাম্বুলের বাগান বানিয়ে দিলে?'

মুসকান চেতন ফিরে বলল, 'আম্মি বইটা পড়বে? তুমিও ইস্তাম্বুলের প্রেমে পড়ে যাবে। তখন তোমার কিচেনকে ইস্তাবুলের রেস্ট হাউজের সেই বিখ্যাত 'রেস্টরেন্ট' মনে হবে।'

'বিখ্যাত রেস্টরেন্ট বাদ দিয়ে এখন তোমার বাবার কিচেনে চলো। রুটি বানিয়ে দিচ্ছি তুমি ছেঁকে উঠাবে। তারপর ভাজি বানাবে। আমাকে একটু হেল্প করো।'

'চলো আম্মি।'

মাইমুনা বড়, মুসকান বিশ মিনিটের ছোট। মাইমুনা মুসকানের বিপরিত। সে সকালে ঘুমাতে না পারলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় উঠিয়ে ফেলবে।

এক.

প্রাক্তন-প্রেমিকা 'মিতুল' হত্যার অভিযোগ ঘাড়ে নিয়ে, গোটা তিনদিন ধরে পুলিশ কাস্টাডিতে পড়ে আছে নাবহান। এখানের বৈষয়িক টুংটাং আর পেন্ডুলামের টিকটক ধ্বনিকে ছাপিয়ে নিঃশ্বাসের শব্দকেও বিরক্তিকর মনে হচ্ছে তার। তাক্বদীরের রকমফের বুঝি মাঝেমধ্যে এরকম তিক্ত বাস্তবতায় দাঁড় করায়!

সমস্ত কালিমা ভেদ করে, অদূরেই কোনো মসজিদ থেকে ভেসে আসছে আজানের ক্ষীণ সুর। আজানের সুর খুব কমনীয় মনে হচ্ছে তার।

'হাইয়্যা-আলাস-সালাহ্।

হাইয়্যা-আলাল-ফালাহ্।'

সুরের মূর্ছনায় নিজেকে আবিষ্কারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছে আপনমনে। রব্বের প্রতিনিধিগণ এভাবেই মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকেন প্রতিটাদিন। অথচ, কি আশ্চর্য! অধিকাংশ মানুষ পার্থিব প্রাপ্তিতেই কল্যাণ তালাশে ব্যস্ত। সেই অধিকাংশের কাতার থেকে নিজেকেও বাদ দিতে পারেনা নাবহান। তবে সে চেষ্টা চালিয়েছিলো, কিন্তু এক দমকা হাওয়া সব লণ্ডভণ্ড করে দিলো আরো একবার। বুকচেরা দীর্ঘশ্বাসগুলো বেরোতে গিয়েও আটকে রইলো গলায়।

ইতিপূর্বেও এই মিতুলেরই কারণে নাবহানকে আসতে হয়েছে পুলিশ কাস্টাডিতে। সেটা ছিলো মাস সাতেক আগের ঘটনা। কথা ছিলো লেটেস্ট ফোন গিফট করে মিতুলের মান ভাঙাবে নাবহান।

নাবহানের তখন নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। সদ্য ইন্টারপাশ করা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলের কাছে লাখখানেক টাকা রীতিমতো অমাবস্যার চাঁদ বৈ কিছু না। তবুও বাবার হাড়গোড় খেয়ে, আর ধার-দেনা করে হাজার ষাটেক টাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো।

এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু, বিপত্তিটা বেঁধেছিলো অন্য জায়গায়। টাকা পরিশোধের পরেও একজন দাবি করছিলো যে, নাবহান চিট করেছে।
এ-নিয়েই কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে হাতাহাতিতে গড়ায়। ফলাফলস্বরূপ জায়গা হয় পুলিশ কাস্টডিতে।

কিন্তু মিতুল! কথা রাখেনি সে। নির্দ্বিধায় বলে দিয়েছিলো, 'নাবহান নামে কাউকে চিনিইনা।' সেদিন অবাকনয়নে প্রেয়সীর আদ্র ওষ্ঠদ্বয়ে নাবহান দেখেছিলো তার আসন্ন সর্বনাশ। 'সুখ' নাম দেওয়া প্রণয় যেন যন্ত্রণার নীলচে অসুখ।

কচুরিপানার বুক চিরে সর্পিল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে রঙিন কাঠের ডিঙি নৌকা।সবুজ কচুরিপানার উপর সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে লাল শাপলার দল। ময়নার বাবা দাঁড় বাইছে আর ময়না মহানন্দে শাপলা তুলছে।

বাবার সঙ্গে সপ্তাহে একদিন শাপলা বিলে আসার সুযোগ পায় ময়না। ঝোমড়া বিলের কোল ঘেঁষে তাদের ছনের প্রাসাদ। প্রাসাদে রাজা-রানি রাজকন্যা সব আছে। কিন্তু বর্ষায় টিনের চালে জল গড়িয়ে পড়ে এই দুশ্চিন্তায় রাজকন্যা অস্থির।

নৌকার এক প্রান্তে শাপলার পালা রেখে ময়না রমিজ মিয়ার গামছা দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছতে লাগল। প্রাকৃতিক নিয়মে মেয়েরা কেমন যেন বাবা পাগলী হয়।

'বাবা ! তোমার ঘামে রোদ্দুরের আলো লাগলে মুক্তার মতন জ্বলজ্বল করে, তাই আমি গামছায় ঘাম নিয়া বাইন্ধা রাখি। একদিন এই মুক্তা বেইচ্চা আগে ঘরের চাল লাগামু তারপর তোমারে গঞ্জে একটা দোকান দিয়া দিমু । এই রোদে পুইড়া তোমার আর শাপলা তোলন লাগব না, মাঠে কামও করন লাগব না।'

মেয়ের সরলতা এবং হাত নাড়িয়ে চোখ নাচিয়ে কথা বলার ভঙিমা দেখে বাবা হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আইচ্ছা।'

ময়না একমুঠো শাপলা হাতে নিয়ে বললো, 'জানো বাজান, আমার একটা খোয়াব আছে।'

'কী খোয়াব মা?'

'আমি খোয়াবে দেহি, আমি এই বিলের রানি। আমার মাথায় ইয়া সুন্দর মুকুট। নৌকার এই মাথায় শুইয়া আসমান দেহি আর দুই হাত দিয়া পানি নিয়া খেলি । বাবা সুন্দর না খোয়াব টা?'

'মেলা সুন্দর।'

'মেলা সুন্দর দিয়া কী হইব? মায় কইল গরিবের খোয়াব খোয়াবের মইধ্যেই থাকে।'

একটি দুঃস্বপ্ন, অতঃপর.....

সিরাজাম বিনতে কামাল

এরা সবাই নালিশ করেছে সায়েরার নামে। রব তো ন্যায় বিচারক। তিনি ন্যায় বিচার করবেন।

মানুষগুলো এক এক করে এগিয়ে আসে। তার আমলনামা থেকে সকল নেকী কেড়ে নেয়। সে চিৎকার করে জানতে চায়, আমার কষ্টে অর্জিত নেকীগুলো তোমরা কেনো কেড়ে নিচ্ছো?

মানুষগুলো হাসে। বলে, এ তো আমাদের রবের হুকুম! তুমি দুনিয়ায় আমাদের প্রতি যে জুলুম করেছিলে তার বিনিময়ে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন তোমার নেকী কেড়ে নেওয়ার।

সায়েরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কিছু বলতে পারেনা। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে প্রাণ কচু পাতার টলায়মান জলের মতো টলমল করে। হাউমাউ করে অঝোরে কান্না শুরু করে, আফসোস করতে থাকে দুনিয়ায় করা ভুলগুলোর জন্যে। সবার পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে অসহায়-হতভাগা হয়ে গন্তব্য এখন জাহান্নামে।

ঘুম ভেঙে যায় সায়েরার। ধড়ফড়িয়ে উঠে সে। ঘেমে একাকার। পিপাসায় যেনো বুকের ছাতি ফেটে যায়, গলা শুকিয়ে কাঠ। এ'স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী! মা মারা যাওয়ার পর থেকে প্রায়ই এ-ধরনের স্বপ্ন দেখে সায়েরা। খুঁজে স্বপ্নের ব্যাখা।

দুই.

'আচ্ছা, তামার নখওয়ালা মানুষ। যারা নিজের গালে, মুখে নিজেরাই আঁচড়াচ্ছে।' এটা কী বলতে পারো লামিয়া?

লামিয়া মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষিকা। সায়েরার প্রতিবেশী। যদিও সায়েরা, লামিয়াকে এত পছন্দ করে না। সায়েরার মনে জটবাধা সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই লামিয়ার কাছে আসতে হলো।

'চাচী,'মিরাজের রাতে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) কে এমন এক সম্প্রদায়ের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো, যাদের নখ ছিলো তামার।

স্টেশন

হালিমা সাদিয়া

অত্যাজ্য আত্মীয়তা

আফীফা বিনতে আমীন

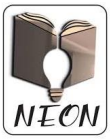

নিয়ন পাবলিকেশন-এর প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বই সমূহ

ক্রঃ নং	বইয়ের নাম	লেখক / সম্পাদক / অনুবাদক	বিষয়বস্তু	মূল্য
১	লাভ ক্যান্ডি	জাফর বিপি	বিবাহিত-অবিবাহিত সকলের জন্য জরুরি পারিবারিক প্রেসক্রিপশন	৳ ৩০০
২	ইউটার্ন	জাফর বিপি	যুবসমাজের মাঝে নাস্তিকতা ও সুশীল বিড়ম্বনা রোধে হৃদয়গ্রাহী দাওয়াহমূলক	৳ ২৭০
৩	চিরকুট	ফাতিমা আফরিন	পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত জরুরি আত্মসমালোচনা	৳ ২৫০
৪	বিজয়িনী	সেভেন সিস্টার্স টিম [জাফর বিপি সম্পাদিত]	দিকভ্রান্ত নারীসমাজের জন্য অনুপ্রেরণা ও দাওয়াহমূলক	৳ ৩০০
৫	ফাফিররু ইলাল্লাহ	স্বপ্নচারী টিম [জাফর বিপি সম্পাদিত]	গাফেল যুবসমাজের জন্য শিক্ষা ও দাওয়াহমূলক	৳ ২১৬
৬	একনজরে সিরাহ্	মূল: ফক্বীহুল আছর মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী (হাফি.) অনুবাদ: শায়েখ মুস্তাফিজুর রহমান	রাসূল (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	৳ ১০০
৭	সুখনগর	আব্দুল্লাহ আল মুনীর	সামাজিক উপন্যাস	৳ ১৮০
৮	রিমেডি	জাফর বিপি	দাম্পত্যের জটিল সমস্যার সমাধানে পারিবারিক মেডিসিন ও জরুরি দিকনির্দেশনামূলক	৳ ২২৫
০৯	কালিমা তায়্যিবাহ্ -এর ইতিকথা	শামছুন্নাহার খন্দকার	কালিমা তায়্যিবাহ্ -এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত।	৳ ১৮০

১০	এন্টিবায়োটিক	শাহজাদা সাইফুল	'সহীহ' শব্দের অপব্যাখ্যার স্বরূপ উন্মোচন এবং গল্পে-গল্পে এর দালিলিক জবাব।	৳ ৪০৫
১১	উইমেন্স গাইড	মাস্তুরাত টিম [জাফর বিপি সম্পাদিত]	নারীর দ্বীন পলনের প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান।	৳ ৩২৪
১২	প্রিয় সন্তান তোমার প্রতি	মূল: শাইখ মুহাম্মাদ আজীম হাসিলপুরী হাফি. অনুবাদক: মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান	সন্তানদের প্রতি নবী, সাহাবী ও মনিষীদের পক্ষ থেকে মূল্যবান নসিহা।	৳ ১০০
১৩	পাপ করব না আর	মূল : মুফতি মুহাম্মদ শুয়াইবুল্লাহ খান ভাষান্তর : নাজমুল ইসলাম কাসিমী	দাওয়াহ ও নাসিহামূলক	৳ ৩১২
১৪	দ্য ইউথ	স্বপ্নচারী টিম [জাফর বিপি সম্পাদিত]	তারুণ্যের অবক্ষয় ও প্রতিকার।	৳ ২৪০
১৫	নুসাইবা	আবদুল্লাহ	এক সত্যান্বেষী নারী	৳ ২৪০
১৬	ফ্যামিলি লাইফ	হায়াত মাহমুদ	পরিবারের প্রতি পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য	৳ ১৯৮
১৭	শিশুতোষ সিরিজ	লেখক : মো: সাইফুল্লাহ সম্পাদনা : জাফর বিপি	----	প্রকাশিতব্য
১৮	মুসলিমাহ	মাস্তুরাত টিম	আদর্শ নারীর রূপরেখা	৳ ৩০০

❋ ❋ ❋